কুরআন অনুধাবন (লেকচার ও প্রশ্ন- উত্তর পর্ব) - শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি

মহান আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াতে আহলুল কিতাবদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

"আর তাদের (ইয়াহুদিদের) মধ্যে রয়েছে নিরক্ষর লোক, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া তাদের কিতাব সম্পর্কে জানে না, আর সেগুলো তো তাদের অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরাহ আল বাকারাহ, ২ : ৭৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, আহলুল কিতাবদের মধ্যে এমন অনেক নিরক্ষর (এখানে নিরক্ষর বলতে বুঝানো হয়েছে যে তারা আল্লাহর কিতাব অনুধাবন করতো না) লোক ছিল, যাদের সাথে কিতাব থাকার পরও তাদের কাছে কোন দলীল ছিল না যে তাদের কিতাব আসলে কোন বিষয়ে আলোচনা করছে। তারা তাদের কিতাব থেকে সেগুলোই শিখতো, যেগুলো তাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে মানানসই হতো। তারা সেখান থেকে যা কিছুই শিখতো, সেগুলো তারা বেছে বেছে গ্রহন করতো। যদি সেগুলোর মধ্যে কোনোটি তাদের পার্থিব জীবনের জন্য উপকারী হতো তবে তারা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহন করতো, আর তা না হলে তারা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতো।

তো এই আয়াত আসলে কি অর্থ প্রকাশ করে ? ইবন তাইমিয়াহ বলেছেন, "ইবন আব্বাস (রাঃ) ও কাতাদাহ (রাঃ) এই আয়াতের "উম্মিইয়্যুন" (নিরক্ষর) শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি হল এমন - "তারা কিতাবের অর্থ বুঝতো না। তারা কিতাব শিখতো, তা মুখস্ত করতো আর না বুঝেই তাদের কিতাব তিলাওয়াত করতো। এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'নিরক্ষর' শব্দটি দিয়ে এটি বুঝানো হচ্ছে না যে, তারা পড়তে বা লিখতে পারতো না। বরং তারা তাদের কিতাব পড়তো, মুখস্ত করতো আর সে কিতাব শিক্ষাও দিতো, যদিও তারা কিতাবের আলোচ্য বিষয় বুঝতো না। তারা কেবলমাত্র কিতাব তিলাওয়াত করেই সন্তুষ্ট হতো।"

আমাদের এই বর্তমান সময়ে আপনি দেখতে পাবেন যে, টেলিভিশন স্টেশন আর রেডিও স্টেশনগুলো কুরআন সম্প্রচার করছে। তারা এটি করে কারন তারা জানে যে লোকেরা কুরআনের অনুসরণ করবে না, বরং তারা কুরআনের অর্থ না বুঝে কেবলই তা শুনে যেতে থাকবে। এমনকি ইসরাইলেও তারা কুরআন সম্প্রচার করে! এই সমস্যাটা আজ আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। সুবহান- আল্লাহ! কুরআনের এই আয়াত যে অর্থটি নির্দেশ করছে ঠিক তেমন অবস্থাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু একটা বললেন, এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "যখন ইলম হারিয়ে যাবে তখন এমনটি ঘটবে।" সাহাবীদের মধ্যে একজন [ইবন লুবাইদ (রাঃ)] বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), ইলম কিভাবে হারিয়ে যেতে পারে যখন কিনা আমরা কুরআন অধ্যয়ন করছি, এটি আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিচ্ছি আর আমাদের সন্তানেরা অন্যদের শিক্ষা দিবে ?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "দুর্ভোগ তোমার জন্য! আমি ভেবেছিলাম তুমি মদিনার সবচেয়ে শিক্ষিত লোকদের একজন। তুমি কি দেখছো না, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে তাদের কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল) থাকার পরও সেখান থেকে তারা কোন উপকার পাচ্ছে না ?"

কুরআন তো সেলফে কাপড় দিয়ে ঢেকে সাজিয়ে রাখার মতো কিছু না। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, "যখন শেষ যুগ আসবে, তখন তোমরা তোমাদের মসজিদগুলো আর মুসহাফগুলো (কুরআনের সংকলিত কপি যা আমরা একটি কিতাব হিসেবে দেখি) সাজিয়ে রাখবে, এটিই হল সেই সময় যখন তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, কারন এটি একটি ইঙ্গিত যে তোমরা (কুরআনের) বিষয়বস্তুর তুলনায় এর প্রতীকের (কুরআন সাজিয়ে রাখার) পক্ষে অবস্থান গ্রহন করছো।"

আবু দারদা (রাঃ) এর সময়ে কুরআন লিখে রাখা হতো হাড়, পাতা আর চামড়ার টুকরোতে। আর বর্তমানে কুরআন এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয় যে, লোকেরা এমনকি সেটি ছুঁতে আর পড়তে চায় না, কারন এটি তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে! যদি লোকেরা দেখতো যে, কুরআনকে হাড় বা কোন টুকরোতে লিখে রাখা হয়েছে তবে তারা সাথে সাথেই বলতো যে, এমন কাজ করার মাধ্যমে কুরআনকে অসম্মান করা হয়েছে। এরপরও লোকেরা এটি চিন্তা করে দেখে না যে কুরআন অনুসরণ না করাই হল কুরআনকে অসম্মান

করা। কুরআন আমাদের জন্য কি করতে পারে, আর আমাদের কিভাবে আল্লাহর এই কিতাব অধ্যয়ন করা দরকার - সে পথ থেকে আজ আমরা হারিয়ে গিয়েছি। আল্লাহ বলেনঃ

"(এটি) একটি কিতাব (কুরআন), আমরা এটি তোমার উপর নাযিল করেছি (যা আল্লাহর) রহমতে পরিপূর্ণ, যাতে করে তারা এর নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আর জ্ঞানবান লোকেরা তা থেকে উপদেশ গ্রহন করে।" (সূরাহ সোয়াদ, ৩৮ : ২৯)

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে (কুরআন অনুধাবনের ব্যাপারে) ?" (সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪)

আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আহবান করছেন না বরং তিনি আমাদেরকে আহবান করছেন কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য। আমাদেরকে "তাদাব্বুর" (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা) করতে হবে।

সাহাবীরা কিভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতেন ? আমরা এর একটি উদাহারন হিসেবে আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) এর দিকে তাকাই। তিনি বলেছেন, "সুরা বাকারাহ হিফয করা শেষ করতে আমার ১৪ টি বছর সময় লেগেছে।" তিনি এটি করার পর খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন, তিনি বলেছেন, "আর এরপর আমি একটি উট জবাই করে লোকদের আমন্ত্রন করলাম।" এটি তার জন্য এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যে, তিনি সেদিন এ কারনে লোকদের দাওয়াত করে রীতিমত উৎসবের দিন করে ফেলেছিলেন। আমরা এখন কুরআন এক বছরের মধ্যেই মুখস্ত করতে পারি, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) এর ক্ষেত্রে কিভাবে দীর্ঘ ১৪ বছর সময় লাগলো ?

এর কারন হল সেটিই, যা একজন তাবিঈন বর্ণনা করেছেন এভাবে - "আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েকজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম, তারা আমাকে বললেন যে, তারা যেভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতেন সে পদ্ধতি ছিল এমন - তারা দশটি আয়াত গ্রহন করতেন, এরপর সেই দশটি আয়াত অধ্যয়ন করতেন, তারা সেসব আয়াতে ঈমান, ইলম, হালাল ও হারাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতেন, এরপর পরবর্তী দশ আয়াতে চলে যেতেন। তারা সেই দশ আয়াত তাদের জীবনে প্রয়োগ করার আগ পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতে যেতেন না, এটি তাদের জীবনে প্রানবন্ত ও দ্বিতীয় স্বভাব না হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা এমনটি করতেন। এটি শুধু একজন সাহাবী নয়, বরং অনেক সাহাবী কতৃক বর্ণিত হয়েছে।"

ইমাম আহমাদ আল গাযালি (রহ.) বলেন, "দশ বছর বয়সে আমি কুরআন হিফয করেছিলাম। আমি কুরআন হিফযের সেই পদ্ধতির (অনুধাবন না করে আর অর্থ না বুঝে শুদুমাত্র তিলাওয়াত করে হিফয করার পদ্ধতি) কারনে বড় হওয়ার পর যখন আল্লাহর কিতাব অনুধাবনের চেষ্টা করি, তখন আমার কাছে এই ব্যাপারটি খুবই কঠিন মনে হল কারন আমাকে শুধুমাত্র আয়াতের পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমেই কুরআন হিফয করা শিখানো হয়েছিলো। এই চক্রটি ভেঙ্গে বের হয়ে আসার আগ পর্যন্ত আর আল্লাহর কালাম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার আগ পর্যন্ত আমাকে প্রচুর চেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিলো।"

তিনি এমন একটি সমস্যার কথা বলেছিলেন যেটা বর্তমানে এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেছেন শিশুদের মধ্যে না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করে কুরআন হিফযের এক সাধারণ পদ্ধতির ব্যাপারে। আল্লাহর কিতাব বুঝার জন্য আমাদেরকে প্রচণ্ড রকম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। মূল ব্যাপার তো হল এই যে, আল্লাহ আমাদের উপর কুরআনের মণি- মুক্তো এমনিতেই বর্ষিত করবেন না। যদি আমরা এই কিতাব শেখার জন্য আর এটি থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য আগ্রহী না হই, তবে এই কিতাব আমাদের কোন উপকার করবে না। এটি হল কুরআনের একটি আকর্ষণীয় দিক। আল্লাহ বলেনঃ

"আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তা হল মুমিনদের জন্য (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"(সূরাহ আল- ইসরা, ১৭ : ৮২)

কুরআন কিছু লোককে কাছে টেনে নিয়ে আসে আর কিছু লোককে দূরে সরিয়ে দেয়। যদি আপনি কুরআন থেকে উপকার পেতে চান তবে আপনি এটি থেকে সেটিই পাবেন, আর যদি তা না চান, এরপরও আল্লাহ তার কিতাবকে সম্মানিত করবেন। এটি হল মহান আল্লাহ'র স্বতন্ত্রতার অংশ।

এখানে আলোচ্য বিষয় এটি না যে সুরা বাকারা শিখার জন্য আমরা ৪০ বছর সময় ব্যয় করব বরং ব্যাপারটা হল এমন যে, আমরা যা শিখছি তা বাস্তবে প্রয়োগ করছি কিনা সেটি সুনিশ্চিত হওয়া। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ' লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এ পৃথিবীর শেষ যুগে বোকামিপূর্ণ চিন্তা আর ধারনা বিশিষ্ট যুবকদের দেখা যাবে। তারা ভাল কথা বলবে কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে তীর একটি ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না …" (বুখারি)

এ যুগে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা শেষে। লোকেরা তাদের পুরো জীবন অতিক্রম করে কুরআনকে সেলফে বসিয়ে রাখার মাধ্যমে, আর যখন তারা মারা যায় তখন লোকেরা এটি সেলফ থেকে বের করে আনে আর সেখান থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে, এরপর এই কুরআনকে আবারো সেই সেলফে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কোন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় আর কেউ মারা গেলে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা হয় - কুরআনের হক আদায়ের জন্য লোকেরা এসব করে! সুবহান- আল্লাহ! প্রথম যুগের মুসলিমদের (সাহাবীদের) জন্য আল্লাহ'র কিতাব ছিল একটি প্রবাহমান শক্তি। সাহাবীদের সেরকম ভিন্ন হওয়ার কারন কি ছিল ? কারনটি ছিল কুরআন, আর কিছুই না। এই কুরআনই সাহাবীদের পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিয়েছিলো তাদেরকে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরের মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। আমাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটবে যদি আমরা কুরআনের উপর তাতাব্বুর (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা) করি।

মুজাহিদ (রহ.) ছিলেন কুরআনের মুফাসসিরদের মধ্যে একজন। তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর কাছে কুরআন শিখতেন। তার নাম তাফসিরের কিতাবগুলোতে উল্লেখ করা হয়। তিনি ছিলেন ইবন আব্বাস (রাঃ) এর একজন ছাত্র। বলা হয়ে থাকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর সাথে তিনবার পুরো কুরআন তিলাওয়াত করেন, প্রত্যেক আয়াতে এসে পৌঁছানোর পর তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) কে সেই প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করতেন। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, "প্রত্যেক আয়াত তিলাওয়াতের পর আমি থেমে গিয়ে ইবন আব্বাস (রাঃ) কে সেই আয়াতের অর্থ সম্পরলে জিজ্ঞেস করতাম।"

আল্লাহর কিতাবকে সাথে নিয়ে জীবন পরিচালনা করা আর একে খুব সিরিয়াসলি গ্রহন করা এটি দাবী করে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবকে ভালবাসবো। কুরআনের সাথে নিজেদের সংযুক্ত না রেখেই যদি আমরা তা তিলাওয়াত করি, তবে আমরা তা থেকে উপকার পাব না। এটি বুঝা যায় উসমান ইবন আফফান (রাঃ) এর এই উক্তি থেকে - "যদি অন্তরগুলো বিশুদ্ধ হয়, তবে সেগুলো আল্লাহর কিতাবের তৃষ্ণায় কখনও পরিতৃপ্ত হবে না।" আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে ভালবাসি, তবে আমরা কখনোই যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হবো না।

যখন তাবিঈনদের একজন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন উমার এর জীবনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে চাচ্ছিলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমারের দাসের কাছে তার ইবাদাতের ব্যাপারে জানতে চাইলে সে বললঃ "তিনি সালাত আদায় করতে যেতেন আর মধ্যবর্তী সময়টাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।" এটি ছিল এমনই এক সাধারণ ব্যাপার। যদি তিনি ব্যাবসা বা অন্য কিছুর সাথে জড়িত না থাকতেন, তবে বাসায় থাকার সময়টাতে তিনি এটি করতেন। আমাদের জীবনের সাথে এর কি তুলনা হতে পারে যেখানে আমাদের মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয় আর আমরা আল্লাহর কিতাব খুলেও দেখি না! আবদুল্লাহ ইবন উমারের জীবনটা কুরআনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

উসমান ইবন আফফান (রাঃ) কিয়ামুল লাইল (রাত্রিকালীন সালাত) শুরু করার পর দুই রাকআতে যে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন তাতে তার রাত অতিবাহিত হয়ে যেতো, এরপরও তার সেই দুই রাকআত সালাত শেষ হতো না। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর আমরা নিশ্চিত যে তিনি এতে কোন রকম বিরক্তি বা যন্ত্রণা অনুভব করতেন না, কারন এটি ছিল আল্লাহর কিতাবের সাথে তার সম্পৃক্ততা। আল্লাহ তার জন্য এটি সহজ করে দিয়েছিলেন।

রসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার পায়ের চামড়া ফেটে যেতো। আমি তাকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কেন এমনটি করছেন, যখন কিনা আপনার আগে- পরের সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি কি আল্লাহর শোকরকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না ?" (বুখারি ও মুসলিম)

রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু) আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সালাতে লিপ্ত হতেন যে, এর দীর্ঘতার কারনে তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিরক্তি আসতো না। অপর একটি হাদিসে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হল সালাত।"

আমাদের যেটা করা দরকার, সেটি হল আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা আর কুরআন অধ্যয়ন থেকে সরে না যাওয়া। অন্যান্য ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করা ভালো তবে সেগুলো কুরআন অধ্যয়নের উপায়ে হতে দেওয়া যাবে না। অনেক সময় আমরা কুরআন বাদ দিয়ে সব কিছুই অধ্যয়ন করি, আর মনে করি যে আমরা অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। আমরা যদি কুরআন অধ্যয়ন না করি, তবে এটি চিন্তা করাটা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে যে, আমরা যা জানি তা আসলেই পর্যাপ্ত কিনা। কুরআন নিয়ে আমাদের একটি ব্যাপক বুঝ থাকা দরকার - সেটি কেবলমাত্র কোন একক ধাপে নয় বরং যে উপায়ে আমরা পৃথিবী দেখি আর বুঝি সে উপায়েও এটি করা দরকার।

এর একটি উদাহারন হল - সাহাবীরা কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর এটি ছিল তাদের জন্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ইসলামপূর্ব সময়ে তারা ছিলেন জ্ঞানহীন নিরক্ষর লোক। কোন এক ঘটনায় কয়েকজন সাহাবী দেখতে পেলেন যে, উমার ইবন আল- খাত্তাব (রাঃ) প্রথমে হাসলেন, আর এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। সাহাবীরা তার কাছে জানতে চাইলেন কি কারনে তার এমনটা হলো। তিনি বললেন, "আমি জাহিলিয়্যাহ'র দিনগুলোর কথা মনে করছিলাম। আমার কাছে খেজুরের তৈরি প্রতিমা থাকতো। একদিন আমি এতোই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম যে, আমি এর একটিকে খেয়ে ফেললাম। এটি মনে পড়ার পর আমি হাসলাম। আর এরপর আমি কাঁদলাম একারনে যে, আমার মনে পড়লো আমি একটি গর্ত খুঁড়ে আমার মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলাম। যখন আমি তাকে গর্তে রাখলাম, তখন সে তার হাত তুলে আমার দাঁড়ি থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলো।"

মুসলিম হিসেবে এই ঘটনাগুলোর কারনে তিনি হেসেছেন আর এরপর কেঁদেছেন। ইসলামে না থাকা অবস্থায় এই মুহূর্তগুলো তার কাছে মজার বা দুঃখজনক ছিল না, বরং সেগুলো ছিল সাধারণ। ইসলামে না থাকা অবস্থায় খেজুরের তৈরি প্রতিমাকে সিজদাহ করার পর সেটিকেই খেয়ে ফেলা অবশ্যই চমৎকার আর গ্রহণযোগ্য, আর একটি জ্যান্ত কন্যা শিশুকে হত্যা করাও গ্রহণযোগ্য। ইসলামই তো উমার (রাঃ) কে পরিবর্তন করে দিলো। আর এক্ষেত্রে মূল বিষয়টি ছিল কুরআন। সুতরাং সাহাবীদের মধ্যে কুরআন ছাড়া কিছুই ছিল না, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাও ছিল না। ইসলাম গ্রহনের পর তাদের কাছে ছিলো সে জ্ঞানটিই, যা তারা আল্লাহর কিতাব থেকে শিখতে পেরেছিলেন।

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) এর মা উম্ম মাহারা (রাঃ) কুরআন অধ্যয়ন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহর এ দ্বীন ইসলাম বিস্তার লাভ করবে আর ভুমি ও সমুদ্রপথে জিহাদ পরিচালিত হবে। তাই তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গিয়ে বললেন, "যারা সমুদ্রপথে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করতে বের হবেন, আমি তাদের মধ্যে একজন হতে চাই।" (নোটঃ মক্কা ও মদিনার লোকদের জন্য এটি ছিল অস্বাভাবিক, কারন তারা সাধারনত সমদ্রপথে আসা যাওয়া করতো না। আরবদের কোন সামরিক নৌবাহিনী বা সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল না। তারা ভুমি ব্যবহার করেই ইয়েমেন ও শামের সাথে ব্যবসা করতো। উপকূলবর্তী লোকদেরই সমুদ্রের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ছিলো, আর সে সময় এমন কোন সাহাবী ছিলেন না যারা উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এ মহিলা সাহাবীর জন্য দুয়া করলেন যাতে তিনি সেই ব্যক্তিগুলোর মধ্যে একজন হতে

পারেন। পরবর্তীতে মুওাওিয়া বিন আবি সুফইয়ান (রাঃ) এর খিলাফাহ চলাকালীন সময়ে যেসব মুজাহিদ সমুদ্রপথে জিহাদের জন্য যোগদান করেন, তিনি তাদের একজন হোন। কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ সমুদ্রপথকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

"তিনিই সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন, যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তোমরা (মণিমুক্তার) গহনাও আহরণ করো, যা তোমরা পরিধান করো, তোমরা দেখতে পাচ্ছো কিভাবে এর বুকে জলযানগুলো এগিয়ে চলে, যেন এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো, (সর্বোপরি) তোমরা যেন তার (নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।" (সূরাহ আন- নাহল, ১৬ : ১৪)

যদিও তিনি কখনও সমুদ্রে যান নি, এরপরও তিনি কুরআন পাঠের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, একদিন এই দ্বীন ইসলাম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়েও বিস্তার লাভ করবে।

বর্তমানে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার জাহাজ বিশ্বের সমুদ্রপথগুলোতে চলাচল করছে। সমুদ্রগুলো ভূপৃষ্ঠের ৮/১০ ভাগ অবস্থান জুড়ে বিরাজ করছে। এই জাহাজগুলোর একটিও মুসলিমরা নির্মাণ করে নি। একটি সাবমেরিনও মুসলিমরা তৈরি করে নি। সুতরাং উপরে উল্লেখ করা সেই আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কোথায় ? কুরআন নিয়ে আমাদের অনুধাবনের অবস্থানটা কোথায় ? যদিও সাহাবীদের সাথে সমুদ্রের কোন সংস্পর্শই ছিলো না, কিন্তু এরপরও তারা অবিলম্বে নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। মুওাওিয়াহ ইবন আবি সুফইয়ান (রাঃ) ছিলেন ইসলামিক নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, আর একই সাথে ইসলামিক বাণিজ্যিক নৌবহরের প্রতিষ্ঠাতাও, এরপর কয়েক শতাব্দির জন্য মুসলিমরা পুরো বিশ্বে প্রভাবশালী বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হলো সেই সামরিক নৌবাহিনী আর বাণিজ্যিক লেনদেনের কারনে। সুতরাং এটি পরিস্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর কিতাব সঠিকভাবে অনুধাবনের ব্যাপারে আমরা অনেক দূরেই আছি।

আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে তার দ্বীনের ব্যাপারে ফিকহ (বুঝ) দান করেন আর আমাদের সকলকে কল্যাণ দান করেন, আমিন।

<u>প্রশ্ন- উত্তর পর্ব</u>

(১) প্রশ্নঃ অনেক দেশের লোকেরা তাদের নিজেদের ভাষাই ঠিকমতো জানে না এরপরও তারা কুরআন আরবিতে পড়তে শিখে। এ ধরনের লোকেরা কি এটি থেকে কোন উপকার পাবে ? এ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আপনি কি উপদেশ দিবেন ?

উত্তরঃ আমি মনে করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। সবাই আরবি না বুঝার পরও আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে ভালবাসে, আর একারনেই দেখা যায় যে তারা না বুঝেই কুরআন তিলাওয়াত করে। আপনি কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাবেন। কুরআন না বুঝে কেবল তিলাওয়াত করাটাও একটা ইবাদাত। এর ব্যাপারে যে দলীল আমরা পাই, সেটি হলো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সে হাদিস, যেখানে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পড়বে তাকে একটি সওয়াব দেওয়া হবে, আর এই সওয়াবকে দশগুণ করা হবে। আমি বলছি না যে 'আলিফ, লাম, মিম' একটি অক্ষর, বরং আমি বলছি যে 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর আর 'মিম' একটি অক্ষর।" (তিরমিযি)

বেশ কিছু সূরা শুরু হয় 'আলিফ', 'লাম', 'মীম' - এ তিনটি অক্ষর দিয়ে; কিন্তু এই অক্ষরগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝায় ? এমনকি আরবি ভাষীদের বেশীরভাগ লোকই এই অক্ষরগুলো কি অর্থ প্রকাশ করছে তা বুঝে না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম)

এর এ অক্ষরগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের কারন হলো এই যে, বেশীরভাগ লোকেরই ধারনা নেই এই অক্ষরগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝানো হচ্ছে, আর তাই এভাবে বলার মাধ্যমে এটি বুঝানো হলো যে লোকেরা কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাবে।

কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব পাওয়া একটা বিষয়, আরেকটা বিষয় হলো কুরআনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। আপনি আরবি শিখুন বা না শিখুন, আরবি জানুন বা না জানুন, কুরআন অনুসরন না করার জন্য সেটি কোন অজুহাত হতে পারে না। কুরআনের আদেশ- নিষেধ সম্পর্কে জানার জন্য আপনি কুরআনের অনুবাদ পাবেন। আসল সমস্যাটা তো এটিই যে, একজন ব্যক্তি কুরআন কি বলছে তা জানার আর প্রয়োগের চেষ্টা করছে না। সুতরাং একজন ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের ভাষা না বুঝা সত্ত্বেও উচিত হবে সওয়াব আর বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কুরআন পাঠ করা। ভাষাটি না জেনেও এটি করা যায়। কুরআনের অর্থে তাতাব্বুর হলো এমন একটা ব্যাপার, যা কিনা কুরআনের অনুবাদ পড়েও করা যায়। কিন্তু এটি অবশ্যই কুরআন যে ভাষায় (আরবি) নাযিল হয়েছিলো, সে ভাষায় গভীরভাবে চিন্তা করার থেকে সবসময়ই কম কার্যকর আর অগভীর হবে। তাই লোকদের উচিত হবে কুরআনের ভাষাটি শেখা।

যে ভাষাটি পুরো বিশ্বজুড়ে ব্যবহার করা হয়, যেটা কিনা ইন্টারনেটের ভাষা, যে ভাষার কারনে পুরো বিশ্বে কর্মক্ষেত্রের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় - যদি দুনিয়ার সে ভাষাটি (ইংলিশ) শেখার জন্য প্রচণ্ড রকম চেষ্টা করা যায়, তবে কেন আমরা এর থেকে বেশি পরিমান চেষ্টা করব না সে ভাষা শেখার জন্য, যেটা কিনা আমাদের পরকালের জীবনের ভাষা ?

আল্লাহ আপনাকে আপনার নিয়্যতের জন্য পুরস্কৃত করবেন। ইবন আল জাওজি (রহ.) বলেন, "হয়তোবা আল্লাহ আপনাকে কোন কাজ করার থেকে সেই কাজের নিয়্যতের জন্যই অধিকতর পুরস্কৃত করবেন।" সুতরাং আল্লাহ আপনার কাছে এটি চান যে, আপনি যেন চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

(২) প্রশ্নঃ সেই ব্যক্তিদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যারা বলে, "সাহাবীরা যেভাবে কুরআন বুঝেছিলেন আমাদের সেভাবে বুঝার দরকার নেই, আমরা আমাদের নিজেদের মত করেই কুরআনকে বুঝে নিবো ?"

উত্তরঃ আল্লাহ বলেছেনঃ

"(এ সকল নবীকে) আমি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও কিতাব সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ) তোমার কাছেও কিতাব নাযিল করেছি যাতে করে যে (শিক্ষা) মানুষদের জন্য তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তুমি তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাতে পারো, যেন তারা (নিজেরাও একটু) চিন্তা ভাবনা করে।" (সূরাহ আন- নাহল, ১৬ : ৪৪)

আমরা কুরআনের ব্যাখ্যা পাই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে। আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন কারা? সাহাবীরা। তাই সাহাবীরাই হলেন কুরআন বাস্তবায়নের আদর্শিক প্রজন্মের উদাহারন। কুরআন অনুধাবনের জন্য রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস আর সাহাবীদের জীবনী জানাটা খুবই প্রয়োজন। কোন বই- ই যথার্থ উদাহারন ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমরা যদি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহন না করি আর যদি খুলাফায়ে রাশিদিন যেভাবে কুরআনের আয়াতগুলো বুঝে নিয়েছিলেন তার দিকে না দেখি, তবে আল্লাহর কিতাবের আয়াতগুলো বুঝতে গিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমানে মতভেদ দেখা যাবে। কারন আরবি একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা, একটি শব্দের ১৫ টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। আমরা কিভাবে তার অর্থ বুঝতে পারব যদি আমরা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আর সাহাবীদের জীবনীতে ফিরে গিয়ে তাতে দৃষ্টিপাত না করি ?

আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতগুলো পুরোপুরিভাবে বুঝার জন্য আমাদেরকে সেই আয়াত নাযিলের পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝতে হবে। এর একটি উদাহারন হলো এই আয়াতঃ

“… আর তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।” (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৫)

মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছিলো। এক মুসলিম সেনা মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হঠাৎ করে রোমানদের দিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি রোমান সেনাদের মধ্যে একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু মুসলিম সেনা এটি দেখে বলে উঠলেন, “এই লোকটি তো নিজেই নিজের ধ্বংসের কারন হলো (কারন সে এটি করার মাধ্যমে প্রাণ হারালো)।” আবু আইয়ুব আল- আনসারি (রাঃ) বললেন, “তোমরা এই আয়াতের অর্থ বুঝলে না। এই আয়াত তো আমাদের (আল- আনসারদের) ব্যাপারে বলেছে। আল্লাহ যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিজয়ী করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম, “আল্লাহ যেহেতু এখন তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিজয় দান করেছেন, তাই আমরা আমাদের খামার ও ব্যবসাগুলোতে ফিরে যেতে পারবো, যেহেতু রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন বিজয়ী।” (নোটঃ আনসাররা ইসলামের জন্য ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, এমনকি তাদের খামার ও ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছিলো, তাই তারা তখন বললেন যে তারা ফিরে গিয়ে তাদের খামার ও ব্যবসার দেখাশুনা করবেন।) এরপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, আমরা যদি তা করি তবে সেটি করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ধ্বংসের কারন হবো। যদিও রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু এরপরও আমাদের উচিত হবে না রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ছেড়ে চলে যাওয়া, বরং তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথেই আমাদেরকে থাকতে হবে আর আমাদের ত্যাগ স্বীকার করা চালিয়ে যেতে হবে।”

আর এভাবেই আবু আইয়ুব আল- আনসারি (রাঃ) আমাদেরকে এই আয়াতের সঠিক বুঝটি দান করলেন। তিনি আমাদেরকে এটি না জানালে এই আয়াত সম্পর্কে এই বুঝটি আমাদের হতো না।

(৩) প্রশ্নঃ যেসব ভাই- বোনেরা আরবি বুঝেন না তাদেরকে আপনি কি কি বই অধ্যয়নের পরামর্শ দিবেন ?

উত্তরঃ আমি মনে করি যাদের কাছ থেকে এটি জানতে চাওয়া উচিত, আমি তাদের মধ্যে একজন নই, কারন কুরআন সম্পর্কিত সকল কিতাব আমি আরবিতেই পড়েছি। সুতরাং আমি যা জানি সেটির ব্যাপারেই বলবো, আমি আরবি বইগুলোর ব্যাপারেই বলবো।

কয়েক ধরনের তাফসীর আছে, এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর বিল মাশহুর। এ ধরনের তাফসীর কিতাবে কুরআনের তাফসীর করা হয় কুরআনের আয়াত, হাদিস আর সালাফদের উক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকটি তাফসীর কিতাব হলো তাফসীরে আত- তাবারী, তাফসীরে ইবন কাসির ও তাফসীরে আশ- শাওকানি। তাফসীরে ইবন কাসির হলো তাফসীরে তাবারীর সংক্ষিপ্ত সংস্করনের মতো একটা তাফসীর কিতাব, যেখানে ইবন কাসির ইসরায়েলি বর্ণনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাফসীরে তাবারীতে এই ধরনের বর্ণনা প্রচুর দেখা যায়। যদিও ইবনে কাসির তার তাফসীরের কিতাবে তাবারীর মত ব্যাপকভাবে ইসরায়েলি বর্ণনা ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তাবারী তার কিতাবে সেগুলোর কিছু বর্ণনা ব্যবহার করেছেন। আশ- শাওকানির তাফসীর কিতাবটি তাফসীর বিল মাশহুর হলেও এতে ভাষাগতভাবেও তাফসীর করা হয়েছে।

আরেক ধরণের কুরআন তাফসীর হলো যেগুলোতে কুরআনের ফিকহ এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যেমন ইমাম কুরতুবি রচিত আল- জামি আল- আহকামুল কুরআন।

ভাষাগত তাফসীরের জন্য ইবন আল- জাওজির যা'দ আল- মাসীর কিতাবটি বেশ ভালো। কুরআনের বিভিন্ন শব্দের অর্থ খুঁজে দেখার জন্য এটি বেশ ভালো বই।

কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা আর ধারণা নিয়ে রচিত কিতাব, যেগুলো কিনা তাফসীরের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়ে না কিন্তু সেগুলো কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার ফলাফল, এমন দুটো কিতাব হলো সায়্যিদ কুতুবের ফি জিলালিল কুরআন আর মাওদুদির তাফহিমুল কুরআন।

তাফহিমুল কুরআন থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ “এরপরও মনে রাখতে হবে, কুরআনের সারমর্মের পরিপূর্ণ উপলব্ধি তো এটি দাবী করে যে, কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এর সাথে কার্যকর সম্পৃক্ততা বজায় রেখে প্রবল প্রচেষ্টা করে যেতে হবে। কুরআন কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও শীতল মতবাদের কিতাব না যা কিনা এর পাঠক কোন হাতল বিশিষ্ট আরামদায়ক চেয়ারে বসে উপলব্ধি করতে পারবে, আর না এটি অন্যান্য ধর্মের বইগুলোর মত নিছকই একটি বই - যার গোপন রহস্য উপলব্ধি করার জন্য সেমিনার বা বাগ্মিতার প্রয়োজন রয়েছে। পক্ষান্তরে এটি হলো একটি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পাঠানো বার্তার প্রতিচিত্র ও পথনির্দেশিকা। এই কিতাব নাযিল হওয়ার পরেই বিচ্ছিন্নভাবে ও নির্জনভাবে থাকা এক সদয় হৃদয়ের মানুষকে এটি দিয়ে পুরোপুরিভাবেই পরিচালিত করা হলো আর তাকে জীবনযুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হলো যাতে করে তিনি ভ্রান্তিতে ডুবে থাকা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এই কিতাব তাকে অনুপ্রানিত করেছিলো মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আর তাকে স্থির করে দিয়েছিলো কুফরের মানদণ্ডের ধারকদের বিপক্ষে এবং স্রষ্টার অবাধ্যতার আর খামখেয়ালিপনা ও ভুল-ভ্রান্তির বিপক্ষে এক কঠোর সংগ্রামে।”

আমি মনে করি তিনি এখানে যা বলেছেন - “কুরআন কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও শীতল মতবাদের কিতাব না যা কিনা এর পাঠক কোন হাতল বিশিষ্ট আরামদায়ক চেয়ারে বসে উপলব্ধি করতে পারবে ...” -সাহাবীদের ক্ষেত্রে কুরআন অনুধাবন স্বতন্ত্র হওয়ার কারন হলো, তারা কুরআন সাথে নিয়েই বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে জীবন পরিচালনা করছিলেন, তাদের জীবনের সাথে দাওয়াহ মিশে গিয়েছিলো।

কেউ যদি দাওয়াহ করার সাথে সম্পৃক্ত না থাকে অথবা ইসলামের পথে সংগ্রামের মধ্যে না থাকে, তবে তার কুরআন অনুধাবনের কোন মূল্য নেই। আমি এখন একটি আরামদায়ক বিছানায় বসে পুরো কুরআন পড়ে শুনাতে পারবো, এর আয়াতগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তাও করতে পারবো, কিন্তু এ কাজটা করা আমি বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকা কারও জন্য তারিফ করবো না। আমি এমন একটা ঘটনা প্রত্যাহার করতে পারি না যেটা এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অবশ্য এর সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত কোন ঘটনা প্রত্যাহার করা যায়। উদাহারন হিসেবে তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত বিষয় আল-কদরের ব্যাপারে বলা যায়। আল্লাহ বলেছেন, “মৃত্যুর সময়টি এগিয়েও যাবে না বা এতে দেরিও হবে না।” মৃত্যুর সময়টি নির্ধারিত, আর আমরা এই মৃত্যুর ধারনাটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি এবং আপনাদেরকে এর উপর ঘণ্টাব্যাপী একটি সিরিজ লেকচারও দিতে পারি যে, আল্লাহ কিভাবে মৃত্যুকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন আর আপনি আপনার সেই নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট পূর্বে মারা যেতে পারবেন না বা এক মিনিট পরও বেঁচে থাকতে পারবেন না।

একজন ভাই আমাকে বসনিয়ার একটি ঘটনা সম্পর্কে বললেন। দুই ভাই একটি পরিখার মধ্যে ছিলেন, সার্বস কতৃক নিক্ষিপ্ত একটি মিসাইল তাদের দুজনের মধ্যে ভূপাতিত হয়ে সেটি বিস্ফোরিত হলো আর এক ভাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মিসাইলটি সেই ভাইটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললো, অথচ অপর ভাইয়ের শরীরে আঁচড়ও পড়েনি, তার কিছুই ঘটলো না! বেঁচে থাকা সেই ভাইটি তার নিজের চোখের সামনেই মৃত্যুকে দেখলেন, তিনি দেখলেন তাদের উভয়ের মাঝে একটি মিসাইল ভূপাতিত হওয়ার পর তার অপর ভাইকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে। এখন বেঁচে থাকা সেই ভাইকে আল-কদর নিয়ে হাজারটি লেকচার দিলেও তিনি তার চোখের সামনে যে প্র্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেটির মত মূল্যবান হবে না সেই লেকচারগুলো। সুতরাং অনেক সময় অভিজ্ঞতা একজন ব্যক্তির উপর খুবই প্রভাব রাখে।

কুরআনের অনেক আয়াতেই সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, খন্দকের যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

“যখন (ভয়ে) তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিলো, প্রান হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত ...” (সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩ : ১০)

আমরা সাহাবীদের সেই অনুভূতি সত্যিকার অর্থে কখনোই অনুভব করতে পারবো না যদি না আমরা তাদের মত সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই। এ কারনেই যারা দাওয়াহ’র কাজ করেন, তারা কুরআনে বর্ণিত নবী-রসূলদের ঘটনা আর দাওয়াহ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের মতো কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, তিনি নুহ (আঃ) এর কাহিনী উপলব্ধি করতে পারবেন; যিনি দুর্নীতি, অবক্ষয় ও স্বেচ্ছাচারিতাযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন, তিনি লুত (আঃ) এর সংগ্রাম সম্পর্কে আনুধাবন করতে পারবেন; কিন্তু যিনি এসব সংগ্রাম থেকে দূরে থেকে আরামদায়ক পালঙ্কে বসে আছেন আর সত্যিকারের দুনিয়া থেকে দূরে সরে আছেন, তিনি কেবলমাত্র তত্ত্বই অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন, আল্লাহই ভালো জানেন।

(৪) প্রশ্নঃ কুরআন তিলাওয়াতের সবচেয়ে সেরা উপায়টি কি ? আমরা কি কেবল সিডি থেকে কুরআন শুনতে পারি আর কুরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াতের অনুসরণ করতে পারি ?

উত্তরঃ এটি নির্ভর করে ব্যক্তি কি আরবিতে কথা বলতে পারেন নাকি পারেন না সেটির উপর। কারন আরবিতে কথা বলেন না, অথবা আরবিতে কথা বলতে পারেন এমন একজন ব্যক্তিও অনেক সময় তাজবিদের আহকাম সম্পর্কে পরিচিত থাকেন না। আমি বলবো যে, শুরুতেই এমন কারও সাথে শেখা গুরুত্বপূর্ণ যিনি তাজবিদের আহকাম সম্পর্কে জানেন। শুরুতেই এটি করার মাধ্যমে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হবে, এরপর ব্যক্তি নিজের মত করে শুরু করতে পারেন। সিডি অথবা টেপে রেকর্ড করা তিলাওয়াত শুনার ব্যাপারটা ভালোই, কারন আপনি আহকামের সাথে তিলাওয়াত শিখতে পারছেন। কিন্তু আপনার যদি আহকাম জানা না থাকে, তবে আপনি তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখতে পারেন, আর সেটি ভুল উপায়ে মুখস্ত করার একটা সম্ভাবনাও থাকে।

সুতরাং এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন তিলাওয়াত প্রাথমিক ধাপে এমন কারও সাথে শিখবেন, যিনি তাজবিদের সাথে পরিচিত। আমি এমন লোকের কথাও জানি, যিনি তাদের কাজের ফাকে কুরআন শুনার মাধ্যমে কুরআন মুখস্ত করেছেন। একজন ব্যক্তি সিডি বা টেপ থেকে কুরআন শোনার মাধ্যমে পুরো কুরআন মুখস্ত করতে পারে। সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়ার সময়টির সদ্ব্যবহার করা।

(৫) প্রশ্নঃ আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে সরকারের আইন দিয়ে শাসনের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি হওয়া উচিত, যেহেতু বর্তমানে আল্লাহর কিতাবের প্রয়োগ হচ্ছে না, আর চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের প্রচেষ্টার বিশ্বায়ন ঘটছে ?

উত্তরঃ আল্লাহর কিতাবই আমাদের আইন, আর এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে - সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবিত করবে। কুরআন এমন একটি কিতাব যা আমাদেরকে জীবনযাপনের পথ দেখিয়ে দেয়, এই কিতাব কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমনই এক ব্যাপার যে, এটি সাথে নিয়ে এটির জন্য আমাদের এখন সংগ্রাম করে যেতে হবে, যেমনটি আপনি বললেন যে আল্লাহর কিতাবের প্রয়োগ হচ্ছে না।

আর একই সাথে আমরা কোন বলির পাঁঠা খুঁজে তার উপর দোষ চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি কেবল মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোকেই আবশ্যকভাবে সমস্যা হিসেবে দেখতে চাই না। মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো তো আমরাই তৈরি করেছি। আপনাদের পরিস্থিতিই নির্ধারণ করে দিবে আপনাদের শাসকদের পরিস্থিতি। আমরা যদি এদের থেকে অধিকতর ভালো কিছু আশা করি তবে আল্লাহ আমাদেরকে এই অত্যাচারী সরকার দিয়ে শাস্তি দিবেন না, কারন আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। হ্যা, সবাইকেই দাওয়াহ করতে হবে কিন্তু একই সাথে কুরআন প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের নিজেদের জীবনে, আমাদের পরিবারে, আর পুরো সমাজ ও সরকার ব্যবস্থায় আমাদের দাওয়া ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহর আইনেরই প্রভাব বিস্তার করা দরকার।

(৬) প্রশ্নঃ সোমালিয়াতে আমরা কুরআন মুখস্ত করি আর আরবিও পড়তে পারি, কিন্তু আমরা আরবিতে যা পড়ছি তা বুঝতে পারি না। এ ধরণের পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনি কি পরামর্শ দিবেন ?

উত্তরঃ আপনার ভাষায় পাওয়া যায় বা আপনি জানেন এমন কোন ভাষায় রেফারেন্স পেলে তা ব্যবহার করতে পারেন, আর আরবি শেখার চেষ্টাও করে যেতে পারেন, কারন ইতিমধ্যেই আপনার মধ্যে আরবি বর্ণমালা শেখার ও পড়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, আর এটি তো অনেক বড় একটা কৃতিত্ব। আমরা যে আরবি বর্ণমালাগুলো পড়ি সেগুলো একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং আরবি বর্ণমালা পড়তে ও লিখতে পারা হলো প্রথম ধাপ। আরবি ব্যাকরণ ও শব্দতালিকা জানার জন্য এটি দরকার। কিন্তু কুরআন

অনুধাবনের জন্য কারো উচিত হবে না আরবি শেখার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এরপরও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আমাদের জানা ভাষাতে আমরা যা কিছু পড়তে পারি সেগুলো পড়তে হবে যাতে করে আমরা যতদূর সম্ভব কুরআন অনুধাবন করতে পারি।

(৭) প্রশ্নঃ ইবন তাইমিয়াহ'র সেই বক্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, যদি কেউ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দিয়ে শাসন করে তবে সে কাফির।

উত্তরঃ আপনি ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) এর যে মতামতটি উল্লেখ করলেন, সেটি তো প্রত্যেক জ্ঞানী মুসলিম আলিমদেরই মতামত যে, কেউ যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন না করে তবে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। এটি এমনই এক ইস্যু যে ব্যাপারে আর কোন বিতর্কেরই অবকাশ নেই।

আপনার প্রশ্ন হলো, এই ধরনের মুসলিম সরকারগুলোর সাথে কিভাবে আচরন করা উচিত। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ইস্যু সামলায়, এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম হিসেবে আমাদের সেসব ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হবে, যেগুলো উম্মাহ'র সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ইস্যু ও প্রয়োজনীয় (যেমন - এখানকার দাওয়াহ ও এখানকার মুসলিমদের জন্য এখানে প্রতিষ্ঠান তৈরি করা), সেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আপনি যদি কোন মুসলিম দেশে বাস করেন, তবে জবাবটি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু আমাদের উচিত হবে না আফগানিস্তান, মিশর বা অন্য কোন দেশে কারো কি অমুক কাজ করাটি উচিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কোন অনুমান বা ধারনা করা, কারন মুসলিম হিসেবে আমরা সে স্থানে সে পরিস্থিতিতে নেই। আমাদের উচিত হবে নিজেদের সম্প্রদায়ের দিকে নজর দেওয়া, আর এটি করা প্রয়োজন, কারন সে স্থানগুলোর প্রয়োজনগুলো দেখভাল করার জন্য সেখানে মুসলিমরা রয়েছেন।

ব্যাপারটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝানোর জন্য একটি ঘটনা বলছি। একজন ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে এসে উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) কে বললেন, "আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই," আর লোকটি তার প্রশ্ন জানালো। উমার (রাঃ) জানতে চাইলেন, "আপনি যেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন তা কি আসলেই ঘটেছে ?" লোকটি জবাব দিলেন, "না।" উমার (রাঃ) বললেন, "আপনি ইয়েমেনে ফিরে যান, আর আপনি আসবেন এটি ঘটবার পর আসবেন। তখন আমি আপনার জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সব সাহাবীদের একত্রিত করে তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো, এরপর সে ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিবো।"

এই ঘটনা থেকে আমরা দুটো বিষয় শিখতে পারি -

(১) উমার (রাঃ) কাল্পনিক কিছুর পিছে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদি আমাদের সাথে ঘটনাটি সম্পর্কিত থাকে তবে আমরা সে ব্যাপারটি দেখবো, আর যদি সম্পর্কিত না হয়, তবে সেটি সম্পর্কিত হওয়ার পরই সে ব্যাপারে আমরা হাত দিবো, এর আগে নয়।

(২) ফাতওয়া দেওয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়, আর উমার (রাঃ) এর মতো একজন আলিম এ কথা বলেন নি যে, "আমি তোমাকে জবাব দিবো," বরং তিনি বললেন আমি আপনার জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সব সাহাবীদের একত্রিত করে তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো, এরপর সে ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিবো।"

মুসলিম দেশের সরকারগুলো যা করছে তা অবশ্যই দুর্নীতি ও মিথ্যা, তারা উম্মাহকে ভুল পথে চালিত করছে আর পথভ্রষ্ট করছে। কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলোর দেখাশুনা করা দরকার। আমরা প্রধানত অমুসলিম সমাজে বাস করছি। আমাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন এর কি পরিমান আমাদের থাকবে অথবা কতদিন ধরে এটি চলতে থাকবে, কিন্তু আমাদের কিছু তো আছে। আমাদের স্বাধীনতা আছে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন ও সংগঠিত করার, কিন্তু আমরা এটি করছি না।

এখনও আমরা এমন সব ইস্যু নিয়ে লেগে আছি যেগুলোর ব্যাপারে অনেক আগেই আমাদের হাত দেওয়া উচিত ছিলো। বন্ধক রাখার ইস্যুটির ব্যাপারে এখন আমরা জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছি। কেন এমনটি ঘটছে যে আমরা এমন কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করছি না যেটা কিনা

মুসলিমদের হালাল অর্থায়নের যোগান দিবে ? কেন এমনটি ঘটছে যে এখনও আমরা হালাল- হারাম মাংসের ব্যাপারটি নিয়ে লেগেই আছি, আর এই ব্যাপারে কেনই বা আমরা আগে থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করি নি ? ইস্যুগুলো বারবার আমাদের সামনে চলে আসছে, সংগঠিত করা আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করার সক্ষমতা এবং এই সমস্যাগুলোর দেখভাল করার ক্ষমতা এই উম্মাহ'র আছে, তবে আমরা তা করছি না, কেন ? কারন আমরা কাল্পনিক কিছু সমস্যার পিছে লেগে আছি আর আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর কোন পরোয়া করছি না।

বার্নার্ড লুইসের একটি উক্তি হলো, "যখন কোন সম্প্রদায় সমস্যাগ্রস্ত হয়, তখন সেটির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য দুটো উপায় আছে - (১) প্রথমে জানতে হবে আমাদের সাথে কে এমনটি করলো? (২) এরপর জানতে হবে আমাদের সাথে কেন এমনটি ঘটলো? যদি লোকেরা জানতে চায় যে 'আমাদের সাথে কে এমনটি করল', তবে তারা তাদের সেই শত্রু খোঁজা শুরু করবে যাতে করে তাদের নিজেদের সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে শত্রুর নিন্দা করতে পারে। কিন্তু যদি তারা নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করে - 'আমাদের সাথে কেন এমনটি ঘটলো', তবে তারা তাদের নিজেদের দুর্বলতা দেখার সমাপ্তি টেনে তাদের সাথে যা ঘটছে সেটির সমাধান খোঁজা শুরু করবে।"

পাশ্চাত্যে বাসকারী মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে আমি মনে করি, আমাদের ইস্যুগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে, এবং আল্লাহ আমাদেরকে যে সম্পদ, দক্ষতা, জ্ঞান দিয়েছেন আর এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু দেখাশুনার ব্যাপারে এখানে আমাদের যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আছে, সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

হে আমার ভাই ও বোনেরা, দাওয়াহ করার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া ছিলো আম্বিয়াদের একটি বড় ভুমিকা। আমেরিকাতে ছয় থেকে আট মিলিয়ন মুসলিম রয়েছে। আপনি আমেরিকার অমুসলিম লোকদের উপর একটি জরিপ করে দেখতে পারেন, যার ফলাফল হবে এই যে তাদের মধ্যে নব্বই শতাংশ অথবা এর বেশী লোকের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান খুবই কম আছে, অথবা কোন জ্ঞানই নেই। আমরা আসলে কি করছি ? রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ' লাইহি ওয়া সাল্লাম) একাই মক্কায় দাওয়াহ করতেন, এরপর এটি পুরো বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর বানী বহন করতে হবে।

দাওয়ার ক্ষেত্রে নবী রসূলদের পদ্ধতি ছিলো এই যে তারা তাদের নিজ সম্প্রদায়ের আসল সমস্যাগুলোর সাথে মোকাবিলা করতেন, আর এই কাজটা খুবই কঠিন। আপনি যখন মানুষদের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন, তখন তারা সেটি পছন্দ করবে না। এর থেকে সবচেয়ে সহজ আর সুবিধাজনক হলো কারো সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা যেটা কিনা মানুষেরা শুনতে পছন্দ করে। আমি যদি এখন দাঁড়িয়ে মুসলিম সরকারগুলোর কুফরের ব্যাপারে খুৎবা দেই তবে মানুষেরা এটি শুনতে পছন্দ করবে। আমি যদি আমেরিকাতে এরকম কোন খুৎবা দেই তবে মানুষেরা এটি পছন্দ করবে আর এটি করাও খুব সহজ। আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি, "ঐসকল রাজা আর প্রেসিডেন্ট সবাই কাফির, " - এটি করা সহজ, কিন্তু এতে মানুষদের কি লাভ হবে ? কিন্তু আমি যদি কোন সমাবেশে তাদের সমস্যার কথা বলি, যার ফলে কোন একজন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তবে তারা এটি শুনতে পছন্দ করবে না। আমরা পছন্দ করি বা না করি, এটিই ছিলো নবী রসূলদের দাওয়ার পদ্ধতি।

লুত (আঃ) তার জাতিকে সেটিই বলতে পারতেন যা বলেছিলেন শুয়াইব (আঃ) - "কেন আপনারা ব্যবসার ক্ষেত্রে ন্যায্য নন ?" মাদিয়ানের লোকদের দিকে দেখুন, যারা তাদের ব্যবসার কাজে প্রতারণা করতো। লুত (আঃ) খুবই জনপ্রিয় হতেন যদি তিনি তার জাতিকে এরকম কিছু বলতেন, কারন এটি বলার মাধ্যমে তাদের প্রতিবেশী দেশের খারাপ পরিনতি জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটি করলেন না, তিনি তাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে বললেন যা তারা শুনতেই চাইতো না, সেটি ছিলো তাদের বিকৃতি সম্পর্কে। তিনি তাদেরকে বলেছেন সমকামিতা সম্পর্কে ও এর মন্দ পরিনাম সম্পর্কে, আর তারা এটি শুনতে চায় নি।

শুয়াইব (আঃ) তার জাতিকে ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলেন নি। তিনি তার জাতিকে তাদের ব্যবসায় মন্দ লেনদেনের ব্যাপারে বলেছেন। লোকেরা তার কথা শুনে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা বলল, "ব্যবসার সাথে তোমার ইবাদত আর ধর্মের কি-ই বা করার আছে ? তুমি কেন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে কথা বলছো না ? তুমি ব্যবসা করবে কিভাবে ?" - এটি হলো

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটি পুরনো রূপ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত কোন মতবাদ নয়, এটি শুয়াইব (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছে। শুয়াইব (আঃ) এর জাতির লোকেরা তাকে বলেছিলো ধর্ম থেকে ব্যবসা পৃথক রাখার জন্য।

(৮) প্রশ্নঃ কুরআনের আয়াত বাসায়, দেওয়ালে, মসজিদে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখার বিধান সম্পর্কে জানাবেন কি ? আমি শুনেছি এটি করাটা বেমানান, এটি কি সত্যি ?

উত্তরঃ আমার জানা নেই যে এটি বেমানান। আমি মনে করি আপনি যে কারনে এটি শুনেছেন সেটি হলো আমাদের আলোচনায় যা বলা হয়েছে সেটির কারনে, আমরা বলেছিলাম এটি হলো প্রতীকী। কিন্তু কুরআনকে উপকারের কাজে ব্যবহার করতে হবে, কেবল প্রদর্শনের জন্য কুরআন ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৯) প্রশ্নঃ কুরআন তিলাওয়াত করতে ইচ্ছুক একজন অনারব শিশু (৪ বছর বয়স) কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আয়াতগুলো মিশিয়ে ফেলছে, তার ব্যাপারে অনারব অভিভাবকের কি করা উচিত হবে ? শিশুকে নিরুৎসাহিত না করেই কিভাবে তাকে এটি করা থেকে থামিয়ে রাখা যাবে ?

উত্তরঃ আমি মনে করি এর জবাবটি সহজ। আপনার শিশুকে বলতে পারেন, "এগুলো হচ্ছে আল্লাহর কথা, আর এই কথাগুলো নিয়ে তোমার এমন করাটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি আল্লাহর এই কথাগুলো যেমন খুশি সেভাবে উচ্চারন করতে পারো না। তুমি যদি না জেনে থাকো, তবে এতে লজ্জার কিছু নেই যে তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা দরকার।"

আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সৎ থেকে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহন করতে দিন, তারা যদি আয়াত না জানে তবে তাদেরকে থেমে সেটির ব্যাপারে সাহায্য চাওয়ার জন্য বলুন। যেসব শিশুরা দায়িত্বশীলতার বয়সে পৌঁছায় নি, তাদের কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি দেখে আমাদের খুব বেশী খুঁতখুঁতে হলে চলবে না। আমাদের উচিত হবে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের সেরাটাই চেষ্টা করা।

তারা ভুল করতেই পারে, আর আমি বলবো এটা তো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ' লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদিসের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য - এক ব্যক্তি তার উট হারিয়ে ফেললো। সে তার উট খোঁজা শুরু করলো। সে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো, কারন মরুভূমির মধ্যবর্তী জায়গায় তার উট হারিয়ে ফেলার মাধ্যমে তার পরিবহন আর সম্পদ চলে গেলো। এরপর তার উট তার কাছে ফিরে আসলে সে আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহ্‌কে বলে উঠলো, "আপনি আমার গোলাম আর আমি আপনার রব।" অথচ তার তো বলার কথা ছিলো "আমি আপনার গোলাম আর আপনি আমার রব।" সে এমন একটি ভুল করলো যা একটি শিরক। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ' লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এই ব্যক্তির উট ফিরে আসার পর সে যেমন খুশি হয়েছে, আল্লাহ তার বান্দার তাওবা করার কারনে তার থেকেও বেশী খুশি হোন।" সুতরাং কোন শিশু কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে ভুল করলে তাদেরকে সংশোধন করে দিতে হবে, আর এই ভুলটা যে কঠিন একটি ভুল, সেটি তাদের বুঝাতে হবে, কিন্তু তাদেরকে কখনোই কুরআন তিলাওয়াতে নিরুৎসাহিত করা যাবে না।

(১০) প্রশ্নঃ কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার আর সেগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার ধাপগুলো কি কি ? এ ব্যাপারে আমরা কিভাবে এগুবো?

উত্তরঃ প্রথমে আপনাকে কুরআন সঠিকভাবে অনুধাবনের ব্যাপারে নিয়্যত ঠিক করতে হবে, যা কিনা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। আল্লাহর কিতাব বুঝে বুঝে তিলাওয়াতের সিদ্ধান্ত ও নিয়্যত হলো অনেক একটি বড় ধাপ - "হে আল্লাহ, আমি আপনার কিতাবটি

অনুধাবন করতে চাই, আর আমি সেটি করতে যাচ্ছি," এটি আপনার জন্য দরজা খুলে দিবে। কারন আমাদের বুঝের পিছনে কিছু অপরিহার্য ব্যাপার রয়েছে, যেহেতু এটি আল্লাহর বানী। আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ্‌কে ভয় করো, আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিবেন।" আমাদের মধ্যে যখন তাকওয়া আসবে তখন আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলো উন্মুক্ত করে দিবেন আর তার জ্ঞান থেকে আমাদের নূর দান করবেন।

দ্বিতীয়ত, আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করবো, তখন সূরা, জুয বা কুরআন শেষ করার দিকে আমাদের মনোযোগ দিবো না, বরং আমাদের মনোযোগ থাকবে আমরা যা তিলাওয়াত করছি সেটির দিকেই। ইবন সাউদি বলেছেন, "যখন তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন তোমাদের এমনভাবে তিলাওয়াত করা উচিত হবে না যেন তোমরা সবজি বিক্রি করছো (সবজি বিক্রেতা সবজি বিক্রি করার সময় চিন্তা করতে থাকে যে কখন তার সব সবজি বিক্রি করা শেষ হবে) - কুরআনের সাথে তোমাদের এভাবে আচরন করাটা উচিত হবে না। তোমরা যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবে, কেবল সেগুলোর ব্যাপারেই তোমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত হবে।"

তৃতীয়ত, অবিরতভাবে তিলাওয়াত করা, সবসময় তিলাওয়াত করা। আল্লাহর কিতাব বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয় নি (যেমন একটি অধ্যায় কাহিনী সম্পর্কে, একটি অধ্যায় আইন সম্পর্কে ইত্যাদি)। সবকিছুই একসাথে করা হয়েছে। উদাহারন হিসেবে সূরা তালাক থেকে একটি আয়াত দেখি, সেই আয়াতে পারিবারিক আইন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আপনি যখন সবসময়ই কুরআনের কাছেই থাকবেন, আপনি তিলাওয়াত করার সময় এমন কিছু পাবেন যেন সেটি আপনাকেই উদ্দেশ্য করে বলছে। এর কারন হলো আল্লাহর কিতাব আপনার সাথে কথা বলছে। কুরআনের সাথে আপনার একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, আল্লাহই ভালো জানেন। এটি প্রায়ই লোকদের ক্ষেত্রে ঘটে যে, যখন তারা কোন বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যান, সে পরিস্থিতে তারা কোন নির্দিষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করেন।

কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে ও এমনটি ঘটেছিলো যখন এই আয়াত নাযিল হলো - "ইমানদারদের জন্য কি এখনও সে সময়টি আসেনি যে আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে আর আল্লাহ যে সঠিক (কিতাব) নাযিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তরসগুলো বিগলিত হয়ে যাবে ..." (সূরাহ হাদিদ, ৫৭ : ১৬) - তখন কিছু সাহাবী এই আয়াত শুনে বিস্মিত হলেন, কারন তার মনে করেছিলেন যে তারা ইতিমধ্যেই ঈমানদার বান্দা, কিন্তু তারা জানতেন না যে এমনকি তাদের জন্যও এটি মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন আছে, যা আল্লাহ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তাদের মনে করিয়ে দিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(১১) প্রশ্নঃ অমুসলিমরা অপবিত্র থাকার পরও কি তাদেরকে কুরআনের অনুবাদ দেওয়া যাবে ?

উত্তরঃ প্রথমত, আমাদের এখানের (পাশ্চাত্যের) পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে আমরা এমন সব লোকদের মুখোমুখি হয়েছি যারা ইংলিশে কুরআন পড়েন, আর এটিকে তো কুরআন হিসেবে বিবেচনা করা হয় না (অনুবাদকের নোটঃ বরং একে কুরআনের অনুবাদ বলা হয়, কুরআনের অনুবাদই কুরআন নয়)। সুতরাং কুরআনের ব্যাপারে যেসব বিধান আছে তা এখানে খাটছে না। আপনি যদি তাদেরকে কুরআনের এমন কপি দেন যেটাতে আরবি আছে, তবে আমি যে ফিকহের মতামতটির অনুসরণ করি সে অনুসারে বলতে পারি, যদি কপিটির বেশীরভাগ অংশই এর তাফসীর বা অনুবাদ হয়ে থাকে, তবে সেটিকে মুসহাফ (কুরআনের লিখিত রূপ) বলা যাবে না।

উদাহারন হিসেবে বলা যায়, আমরা যদি এমন প্রতিটি জিনিষ - যেগুলোতে আল্লাহর আয়াত লিপিবদ্ধ করা আছে, সেগুলোর উপর তাহারাতের (পবিত্রতার) বিধান প্রয়োগ করি, তবে তাফসীরের প্রতিটি কিতাব, আরবিতে রচিত অনেক কিতাব আর প্রতিটি আরবি সংবাদপত্র যেগুলোতে সাধারণত কুরআনের একটি আয়াত থাকে - এগুলো স্পর্শ করার পূর্বে কি আমাদেরকে ওযু করে নিতে হবে ? না, যতক্ষন না পর্যন্ত এগুলোর অর্ধেকের বেশী অংশে আল্লাহ কিতাবের আয়াত দেখা যাবে না, ততক্ষন পর্যন্ত একে কুরআন হিসেবে গণনা করা যাবে না। এর থেকে ভালো একটি বিকল্প আছে, সেটি হলো তাদেরকে কুরআনের এমন অনুবাদ দেওয়া, যেটাতে আরবিতে আয়াত নেই, আর এটি বর্তমানে সহজলভ্য।